ভাইজান!

আপনি কি জুমআহ পড়তে এসেছেন?

আপনি কি চান যে, আপনার জুমআহ আল্লাহ কবূল করে নিন?

যদি বলেন, হ্যাঁ। তাহলে খুতবা চলাকালীন অবস্থায় কথা বলেন না। খুতবা বুঝতে না পারলেও কারো সাথে কোন কথা বলবেন না। এমন কি যদি কেউ কথা বলে তবুও তাকে চুপ থাকতে বলবেন না। কারণ, এ সময় কোন প্রকার কথা বললে জুমআহ বাতিল হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন খুতবা চলা অবস্থায় তুমি যদি কথা বল, তাহলে তুমি বাতিল কর্ম কর এবং (জুমআহ) বাতিল করে ফেল।" *(ইবনু খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৭ ১৬নং)*

আপনি হয়তো জানেন যে, আপনি খুতবা শুনবেন বলেই জুমআর নামায ৪ রাকআত না হয়ে মাত্র ২ রাকআত ফরয করা হয়েছে। অতএব খুতবা শুনায় ফাঁকি দিলে এবং তা শুনতে অপরের ডিষ্টার্ব করলে আপনি আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং আপনার পার্শ্ববর্তী মানুষের চোখে অবশ্যই ঘৃণিত।

অতএব কথা ছাড়ুন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনুন।

খুতবা চললেও মসজিদে এসে হাল্কা করে ২ রাকআত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায পড়ে বসুন। নবী ﷺ এর নাম শুনলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' (দরূদ) পড়ুন। ইমাম সাহেবের দুআয় 'আমীন-আমীন' বলুন। আদবের সাথে নামায সম্পন্ন করুন।

আল্লাহ আপনার ও আমার নামায কবূল করে নিন। আমীন।

দাওয়াত অফিস আল-মাজমাআহ
ফোন নং ০৬ ৪৩২৩৯৪৯